"রুহানী পার্সোনালিটি"

বিশ্বের সর্ব আত্মাদের কাছে যারা এই জীবনের প্রত্যক্ষ উদাহরণ হয়েছে, এমন বাচ্চাদের সাথে আজ বাপদাদা মিলিত হতে এসেছেন । তোমরা কুমাররা যারা ব্রহ্মাকুমার, তপস্বী কুমার, রাজঋষি কুমার, সর্ব ত্যাগের দ্বারা ভাগ্য প্রাপ্তকারী কুমার, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের আজ বিশেষ সংগঠন । কুমার জীবন শক্তিশালী জীবন হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে । যেমনই হোক ব্রহ্মাকুমার ডবল শক্তিশালী কুমার । এক হলো শারীরিক শক্তি, আরেক হলো আত্মিক শক্তি । সাধারণ কুমার যারা তাদের শারীরিক শক্তি এবং বিনাশী আক্যুপেশনের শক্তি আছে । ব্রহ্মাকুমার অবিনাশী, উঁচু থেকেও উঁচু মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার আক্যুপেশন দ্বারা শক্তিশালী । আত্মা, পবিত্রতার শক্তি দ্বারা যেমন চায় করতে পারে । ব্রহ্মাকুমারদের সংগঠন বিশ্ব পরিবর্তকের সংগঠন । সবাই তোমরা নিজেকে এইরকম শক্তিশালী মনে করো ? নিজেদের তোমরা পবিত্রতার জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্তকারী আত্মা মনে করো ? ব্রহ্মাকুমারের অর্থই হলো পবিত্র কুমার । তোমরা ব্রহ্মাবাবার কাছে দিব্য জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে তিনি তোমাদের বরদান দিয়েছিলেন, "পবিত্র ভব, যোগী ভব ।" তোমাদের জন্ম হতেই ব্রহ্মাবাবা বড় মায়ের রূপে সস্নেহে পবিত্রতার পালনা দিয়েছেন । মাতৃরূপে তিনি তোমাদের প্রতিদিন ঘুমপাড়ানি গান (লোরি) শুনিয়েছেন, সদা পবিত্র হও, যোগী হও, শ্রেষ্ঠ হও, বাবা সমান হও, বিশেষ আত্মা হও, সর্ব গুণমূর্ত হও, জ্ঞানমূর্ত হও, সুখশান্তি স্বরূপ হও । তিনি তোমাদের বাবার স্মরণের কোলে পালন করেছেন । সদা খুশির দোলায় দুলিয়েছেন । এমন মাতাপিতার বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার বা কুমারী হয় । এই স্মৃতির সমর্থ নেশা থাকে তোমাদের ? ব্রহ্মাকুমারের বিশেষ জীবনের গুরুত্ব তোমরা সদা স্মরণে রাখো ? শুধু নামে ব্রহ্মাকুমার নও তো ? নিজেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জীবনধারী ব্রহ্মাকুমার মনে করো ? সদা এটা মনে করতে পারো যে, বিশ্বের বিশাল স্টেজে পার্ট প্লে করা তোমরা বিশেষ পার্টধারী ? নাকি তুমি শুধু তোমার ঘরে, সেবাকেন্দ্রে নাকি তোমার দপ্তরে পার্ট প্লে করো ? প্রত্যেক কর্ম করাকালীন তোমাদের স্মৃতিতে থাকে যে বিশ্বের আত্মারা তোমাদের লক্ষ্য করছে ? বিশ্বের আত্মারা যে বিশেষ নজরে তোমাদের সবাইকে দেখে অর্থাৎ তুমিই যে বিশেষ পার্টধারী, হিরো পার্টধারী, সেটা স্মৃতিতে রেখে উদাহরণস্বরূপ হয়ে সব কর্ম করছো ? নাকি সাধারণভাবে নিজেদের মধ্যে কি বলছ, কিভাবে চলছ শুধু এটাই স্মরণে থাকে ?

ব্রহ্মাকুমার হওয়ার অর্থই হলো - সদা পিওরিটির পার্সোনালিটি এবং রয়্যালটি বজায় রাখা । পিওরিটির এই পারসোনালিটি বিশ্ব আত্মাদের পিওরিটির দিকে আকৃষ্ট করবে । আর এই পিওরিটির রয়্যালটি ধর্মরাজপুরীর রিয়্যালিটি থেকে তোমাদের রেহাই দেবে । রয়্যালটির দুটোই অর্থ হয় । এই রয়্যালটি অনুসারে ভবিষ্যৎ রয়্যাল ফ্যামিলিতে তোমরা আসতে পারো । অতএব, চেক করো, এইরকম রয়্যালটি এবং পার্সোনালিটি তোমাদের জীবনে গ্রহণ করেছ ? ইয়ুথ গ্রুপ অনেক বেশি পার্সোনালিটি বানিয়েছ, তাই না ! তাহলে তোমরা তোমাদের রুহানী এবং অবিনাশী পার্সোনালিটি আপন করেছ ? যারাই তোমাদের দেখবে তারা যেন প্রত্যেক ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দেখে এই পার্সোনালিটি অনুভব করে । শরীরের পার্সোনালিটি আত্মাদের দেহভাব জাগ্রত করে, সেক্ষেত্রে, পিওরিটির পার্সোনালিটি আত্মাদের দেহী-অভিমানী বানিয়ে বাবার কাছাকাছি নিয়ে আসে । সুতরাং এই বিশেষ কুমার গ্রুপকে কি সেবা করতে হবে ? এক হলো, নিজের জীবন পরিবর্তন দ্বারা আত্মাদের জীবন দান করা । স্ব-

পরিবর্তন দ্বারা অন্যদের পরিবর্তন করা । অনুভব করাও, ব্রহ্মাকুমার অর্থাৎ যার বৃত্তি, কৃতি, দৃষ্টি এবং বাণী পরিবর্তন হয়েছে । এর সাথে সাথে পিওরিটির পার্সোনালিটি এবং রুহানী রয়্যালটির অনুভব করাও । তারা এলে এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা যেন এই পার্সোনালিটির দিকে আরও অধিক আকৃষ্ট হয় । সদা বাবার পরিচয় দেওয়ার বা বাবার সাক্ষাৎকার করানোর রুহানী দর্পণ হও । যে ছবি এবং তোমাদের দৈবী চরিত্র দ্বারা সবাই বাবাকে দেখতে পাবে । কে তোমাদের সেইরকম বানিয়েছেন ? যিনি বানিয়েছেন সদা যেন তাঁকে দেখা যায় ! যখনই কেউ ওয়ান্ডারফুল কোনো বস্তু দেখে অথবা ওয়ান্ডারফুল পরিবর্তন দেখতে পায় তো সবার মন থেকে এবং মুখ থেকে এই আওয়াজই বেরোয়, কে বানিয়েছেন অথবা কিভাবে এই পরিবর্তন হয়েছে ? কার দ্বারা হয়েছে ? এটা তোমরা জানো, তাই না ? এত বড় পরিবর্তন যা থেকে কড়ি হীরে হয়ে যায় ! তো সবার মনে এমন কারিগর স্বতঃই স্মরণে থাকবেন । কুমার গ্রুপ অনেক দৌড়ঝাঁপ করে । সেবাতেও অনেক ছোটাছুটি করো, তাই না ! কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে ব্যস্ততার ছোটাছুটিতে ব্যালেন্স রাখতে পারো ? স্ব-সেবা এবং সবার সেবার মধ্যে সদা ব্যালেন্স রাখতে পারো ? যদি ব্যালেন্স না থাকে তাহলে সেবার জন্য দৌড়াদৌড়িতে মায়াও তোমাদের বুদ্ধিকে দৌড় করিয়ে দেয় ।

ব্যালেন্স দ্বারা চমৎকার হয় । ব্যালেন্স বজায় রাখার ফলস্বরূপ সেবাতেও চমৎকার হবে । নয়তো বহির্মুখীতার কারণে বিস্ময়কর কিছু হওয়ার বদলে নিজের বা পরস্পরের স্বভাব-সংস্কারের দ্বন্দ্বে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যাবে । সুতরাং সদা সকলের সেবার সাথে সাথে প্রথমে স্ব-সেবা প্রয়োজন । এই ব্যালেন্স সদা তোমার নিজের এবং সেবাতেও উন্নতির প্রাপ্তি করাতে থাকবে । কুমাররা অনেক বিস্ময় ঘটাতে পারে । কুমার জীবনের পরিবর্তন দুনিয়াতে যত প্রভাব বিস্তার করবে, ততটা বড়দের জীবনের নয় । কুমার গ্রুপ গভর্নমেন্টকেও নিজের পরিবর্তন দ্বারা প্রভু পরিচয় দিতে পারো । গভর্নমেন্টকে জাগাতে পারো, কিন্তু তারা তোমাদের পরীক্ষা নেবে । সহজে মানবে না । তাহলে তেমন কুমাররা প্রস্তুত ? গুপ্ত সি.আই. ডি. তোমাদের পেপার নেবে, কতদূর তোমরা বিকারের ওপর বিজয়ী হয়েছ ! তোমাদের সবার নাম গভর্নমেন্টের কাছে পাঠানো যাবে ? পাঁচশ' কুমার কিছু কম নয় ! সবাই তোমরা লেজারে নাম অ্যাড্রেস লিখে দিয়েছ, তাই না ! তাহলে তোমাদের লিস্ট পাঠাবো ? সবাই তোমরা ভাবছ কোন সি.আই. ডি আসবে ! জেনে বুঝে ক্রোধের বশ বানাবে ! পেপার তো প্র্যাকটিক্যাল নেবে, তাই না ! প্র্যাকটিক্যাল পেপার দেওয়ার জন্য তৈরি তোমরা ? বাপদাদার কাছে সবার হ্যাঁ অথবা না ফিল্মের মতো রেকর্ড হয়ে যায় । এই লক্ষ্য রাখো, এমন রুহানী আত্মিক শক্তিশালী ইয়ুথ গ্রুপ বানাবে যা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে বলবে যে আমরা রুহানী ইয়ুথ গ্রুপ বিশ্বে শান্তি স্থাপনার কার্যে সদা সহযোগী । আর এই সহযোগ দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করে তোমরা দেখাবে ! বুঝেছ তোমরা, কি করতে হবে তোমাদের ? তোমরা এমন সমর্থ গ্রুপ তো ? এমন না হয় যে আজ চ্যালেঞ্জ নিলে আর কাল নিজেই পরিবর্তন হয়ে গেলে! অতএব, এইরকম সংগঠন তৈরি করো । তোমাদের মেজরিটি নতুন নতুন কুমাররা । যতই হোক, 'লাস্ট সো ফাস্ট' হয়ে দেখাও অর্থাৎ যারা পরে এসেছ তারা দ্রুতগতি হয়ে দেখাও । ব্যালেন্সের বিস্ময় দ্বারা বিশ্বকে বিস্ময় দেখাও । আচ্ছা !

এইরকম সদা স্ব পরিবর্তন দ্বারা সকলের পরিবর্তন করিয়ে, 'যোগী ভব, পবিত্র ভব' - নিজের এই জন্মসিদ্ধ বরদান বা অধিকার তাদের জীবনে সদা অনুভব করায়, সদা পিওরিটির পার্সোনালিটি দ্বারা অন্য আত্মাদের বাবার প্রতি আকৃষ্ট করিয়ে, অবিনাশী অক্যুপেশনের নেশায় থেকে, মাতাপিতাকে শ্রেষ্ঠ

পালনার পরিবর্তন দ্বারা রিটার্ণ দেয়, সেইরকম রুহানী রয়্যালটি প্রাপ্তকারী বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

১) সদা নিজেকে ডবল লাইট অর্থাৎ সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হালকা মনে করো ? হালকা ভাবের লক্ষণ কি ? হালকা অর্থাৎ যে সদা ওড়ে, আর বোঝা তোমাদের নীচে নিয়ে আসে । সদা নিজেকে বাবার কাছে সমর্পণ করে দিলে সদা হালকা থাকবে । নিজের দায়িত্ব বাবাকে দিয়ে দিলে নিজেই হালকা হয়ে যাবে । বুদ্ধি দ্বারা সারেন্ডার হয়ে যাও । যদি তুমি তোমার বুদ্ধি সারেন্ডার করো তো অন্য কোনকিছু বুদ্ধিতে আসবে না । শুধু সবকিছু বাবার, আর বাবাই যখন সবকিছু তখন আর কিছু তো থাকেই না । কিছু না থাকলে বুদ্ধি কোথায় যাবে ! কোনো পুরানো গলি, পুরানো রাস্তা থেকে যায়নি তো ! শুধুমাত্র এক বাবা; একটাই রাস্তা, স্মরণের । এই রাস্তা ধরেই লক্ষ্যে পৌছাও ।

২) সদা খুশির দোলায় দুলছো তোমরা, তাই না ! কত সুন্দর দোলা বাপদাদার কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্তি হয়েছে ! এই দোলা কখনো ভেঙে যায়না তো ? স্মরণ আর সেবার উভয় রশিই টাইট থাকলে দোলা সদাই একরস থাকে । নয়তো একটা রশি ঢিলা আর আরেকটা টাইট, তবে তো দোলা হেলতে থাকবে আর দোলাই যদি হেলে যায় তবে দুলবে যে সেই তো পড়ে যাবে ! যদি দুটো রশিই মজবুত হয় তো দুলতে পুলক অনুভব হবে । যদি পড়ে যাও তো আনন্দের বদলে তুমি দুঃখ অনুভব করবে । সুতরাং স্মরণ এবং সেবা উভয় রশি সমান হতে হবে, তারপর দেখ ব্রাহ্মণ জীবনের কত আনন্দ অনুভব করতে পারবে ! সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গ তোমাদের সাথে আছে, খুশির দোলা আছে, আর কি চাই !

৩) বাবা এবং সেবা তোমরা সদা স্মরণ করো, তাই না ! স্মরণ আর সেবা দুইয়ের ব্যালেন্স সদা রাখো ? কারণ স্মরণ ব্যতীত সেবা সফল হতে পারেনা এবং সেবা ব্যতীত তোমরা মায়াজিৎ হতে পারোনা, কেননা সেবায় বিজি থাকায় এবং এই জ্ঞানের মননে মায়া সহজেই তোমাদের থেকে দূরে সরে যায় । স্মরণ ব্যতীত সেবা করলে সাফল্য কম আর মেহনত বেশি হবে । অথচ স্মরণে থেকে যদি সেবা করো তো সফলতা বেশি আর মেহনত কম হবে । সুতরাং এই দুইয়ের ব্যালেন্স থাকে ? যারা সদা ব্যালেন্স রাখে, স্বতঃই তারা ব্লেসিং পেতে থাকে, তাদের চাওয়ার প্রয়োজন হয়না । যে আত্মাদের সেবা করা হয়, তাদের মন থেকে "বাহ্ বাহ্" অথবা বাহ্ শ্রেষ্ঠ আত্মা, আমায় জ্ঞান শোনাচ্ছ, বাহ্ আমার তো জীবন বদলে দিয়েছ, এই বাহ্ বাহ্-ই আশীর্বাদ হয়ে যায় । এইরকম আশীর্বাদের অনুভব করো ? যেদিন তুমি স্মরণে থেকে সেবা করবে সেইদিন অনুভব করবে বিনা মেহনতের ন্যাচারাল খুশি । এইরকম খুশির অনুভব করেছ তোমরা, তাই না ! এরই আধারে সবাই তোমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছ । তোমাদের আস্থা আছে যে সব সময় স্ব-উন্নতি এবং বিশ্ব উন্নতি হয়েই চলেছে ? যদি স্ব উন্নতি না হয় তো বিশ্ব উন্নতিরও নিমিত্ত হতে পারবেনা । স্ব-উন্নতির সাধন হলো স্মরণ এবং বিশ্ব উন্নতির সাধন হলো সেবা । সদা এর সাথে এগিয়ে চলো । সঙ্গমে বাবা সবচেয়ে বড় ধনভান্ডার কি দিয়েছেন ? খুশির । কতরকম খুশির ভান্ডার তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে ! যদি খুশির ভ্যারাইটি পয়েন্টস বার করো তো কত রকম পয়েন্টস হবে ! সঙ্গমযুগে সবচেয়ে বড় থেকেও বড় উপহার, ধনভান্ডার, পিকনিকের সামগ্রী সবই খুশি । রোজ অমৃতবেলায় খুশির একটা

পয়েন্ট ভাবো, তবে সারাদিন খুশিতে থাকবে । কোনো কোনো বাচ্চা বলে, এই একই পয়েন্ট মুরলিতে থাকে, কিন্তু যে পয়েন্ট মজবুত হয়নি সেটা দৃঢ় করানোর জন্য রোজ পুনরাবৃত্তি করতে হবে । স্কুলেও স্টুডেন্ট যখন কোনকিছু দৃঢ়তার সাথে স্মরণ করতে অপারগ হয় তখন তারা পঞ্চাশ বারও সেই একই কথা লেখে সেটা দৃঢ় করতে । তাইতো বাপদাদাও রোজ বলেন, বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ করো কারণ এই পয়েন্ট এখনও কাঁচা । সুতরাং রোজ খুশির নতুন নতুন পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে রেখে সারাদিন খুশিতে থেকে অন্যদেরও খুশির দান দিতে থাকো- এটাই সবচেয়ে বড় থেকেও বড় দান । দুনিয়ায় অনেক সাধন থাকা সত্ত্বেও অন্তরে প্রকৃত অবিনাশী খুশি নেই, তোমাদের কাছে সেই খুশি আছে, তাই খুশির দান দিতে থাকো ।

৪) সদা নিজেদের কমল ফুলের মতো পুরানো দুনিয়া থেকে পৃথক এবং এক বাবার প্রিয়, সদা এমন অনুভব করো তোমরা ? যারা পৃথক তারা প্রিয় আর যারা প্রিয় তারাই পৃথক । সুতরাং কমল ফুলের মতো নাকি যে বাতাবরণে থাকো তার দ্বারা প্রভাবিত হও ? যেখানে যেমন পার্ট তুমি অভিনয় করছো, সেখানে অভিনয় করাকালীন সেই পার্ট থেকে পৃথক থাকো নাকি পার্টের প্রিয় হয়ে যাও, কি হয় ? কখনো যোগ লাগে, কখনো যোগ লাগেনা এর কারণ কি ? নির্লিপ্ততার অভাব । স্বতন্ত্র না থাকার কারণে তোমরা ভালোবাসা অনুভব করতে পারোনা । যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে স্মরণ কিভাবে হবে ? যত বেশি
ভালোবাসা ততবেশি স্মরণ । বাবার অনুরাগী হওয়ার বদলে তোমরা অন্যদের ভালোবাসো, সেইজন্য বাবাকে ভুলে যাও । তোমাদের পার্ট থেকে পৃথক হও আর বাবার স্নেহের হও, এটাই যেন তোমাদের লক্ষ্য এবং প্র্যাকটিক্যাল জীবন হয় । যখন লৌকিক জীবনে তোমাদের পার্ট প্লে করে প্রিয় হয়েছিলে, তখন প্রিয় হওয়ার রিটার্নে কি লাভ করেছিলে! শুধু কন্টক শয্যাই পেয়েছিলে, তাই না ! বাবার প্রিয় হয়ে থাকলে সেকেন্ডে কি লাভ হয় ? অনেক জন্মের অধিকার প্রাপ্ত হয় । সুতরাং পার্ট অভিনয় করাকালীন পৃথক অথচ প্রিয় হও । সেবার জন্য তোমরা পার্ট প্লে করছো । সম্বন্ধের আধারে তোমাদের পার্ট নয়, সেবার সম্বন্ধে তোমাদের পার্ট যুক্ত । দেহের সম্বন্ধে থাকলে লোকসান, আর সেবার পার্ট মনে করে যদি থাকো তবে পৃথক হয়েও প্রিয় থাকবে । যদি ভালোবাসা দু'দিকেই থাকে তবে একরস স্থিতির অনুভব করতে পারবে না ।

বরদানঃ- অভ্যাসের এক্সারসাইজ দ্বারা সূক্ষ্ম শক্তিগুলোকে জীবনে অন্তর্লীন করে শক্তিসম্পন্ন ভব

বাচ্চাদের জন্য ব্রহ্মা মায়ের রুহানী মমতা থাকার কারণে সূক্ষ্ম স্নেহের আহ্বান দ্বারা বাচ্চাদের স্পেশাল গ্রুপ বতনে ইমার্জ করে শক্তির পৌষ্টিক আহার খাওয়ান । যেমন, তাদের এখানে ঘী খাওয়ানো হতো আর সাথে সাথে এক্সারসাইজ করানো হতো, ঠিক একইভাবে বতনেও তিনি তোমাদের ঘী খাওয়ান অর্থাৎ সূক্ষ্ম শক্তির জিনিস দেন আর অভ্যাসের এক্সারসাইজও করান । তিন লোকে তিনি তোমাদের রেস করান যাতে বিশেষ আতিথেয়তা তোমাদের জীবনে ভরে যায় এবং সব বাচ্চা শক্তিসম্পন্ন হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ- আত্মারা স্বমানে স্থিত হয়ে অন্যদেরও মান দেয় এবং সামনে এগিয়ে দেয় ।